ঝিনাইদহ ছাত্রলীগের সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহে তরুণ-তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক কে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িকে মারধর, মোবাইল ছিনতাই ও আটকিয়ে রেখে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেনের বিরুদ্ধে।

গত ৬ অক্টোবর এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে বলে জানান ভুক্তভোগী রড ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান। আসাদুজ্জামান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্দি ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য ও ইউনিয়ন শ্রমিকলীগের সভাপতি। ঘটনার বিবরণীতে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের ঘোড়ামারা গ্রামের সোহেল রানা’র কন্যা দীঘি’র সাথে ফেইসবুকের মাধ্যমে শেরপুর জেলার বাবু নামে এক তরুনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। গত ছয় মাস আগে এই সম্পর্ক চলাকালীন বাবু নানান ভাবে দীঘি’র নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা বিকাশের মাধ্যমে নেয় বলে জানান, দীঘি’র বাবা সোহেল রানা। সম্পর্কের এক পর্যায়ে বিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাবু ঝিনাইদহে তরুণী দীঘির বাড়ি আসতে চাই এবং গত ৫ অক্টোবর বাবু ঝিনাইদহে দীঘির বাড়িতে আসে। দীঘির বাড়িতে আসার পর দীঘির বাবা তাৎক্ষণিক বাবুর কাছ থেকে ফোন নাম্বার নিয়ে বাবুর বাবা- মায়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনা খুলে বলেন এবং তাদের ঝিনাইদহে আসতে বলেন।

বাবুর বাবা পরদিন ৬অক্টোবর শুক্রবার ঝিনাইদহে আসতে চান। সসময় বাবুর পরিবার কে ঝিনাইদহ বাসটার্মিনালে আনতে দীঘির বাবা ও তার পূর্ব পরিচিত ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান কে ফোন করে সোহেল রানা তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামান তার দোকান বন্ধ করে সোহেল রানা’র সাথে ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল আসেন। আসাদুজ্জামান ঘন্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন সহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৪/১৫ জন আচমকা সোহেল রানা ও আসাদুজ্জামান কে প্রকাশ্যে মারধর শুরু করেন এবং তাদের কাছে থাকা মোবাইল ও আসাদুজ্জামানের কাছে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেন।

ঘটনার সময় বাবুর বাবা উপস্থিত ছিলেন বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

ছাত্রলীগ সভাপতি সজিব আসাদুজ্জামান কে উদ্দেশ্য করে বলে তোরা ঐ ছেলেকে আটকিয়ে রেখেছিস এতো বড় সাহস। ঐ ছেলেকে নিয়ে আয় না হলে শেষ করে দেবো। পরিস্থিতি সমাধানের করার জন্য আসাদুজ্জামান ফোন ফেরত নিয়ে পোড়াহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা মমিন কে ফোন দিয়ে ঘটনাস্থলে আসতে বলেন। মমিন ঘটনাস্থলে আসার সঙ্গে সঙ্গে মমিনকেও মারধর করা হয় বলে মমিন জানান। মারধরের এক পর্যায়ে প্রেমিক বাবুকে বাড়ি থেকে এনে এবং সজিব কে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়ে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। এছাড়া পরদিন ঝিনাইদহ সদর থানায় ছাত্রলীগ সভাপতি সজিব সহ অজ্ঞাত নামা আরো একাধিক ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে পোড়াহাটি যুবলীগ নেতা মমিন বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিরন ভাইয়ের সমর্থক। হিরন ভাই এই বিষয়টি নিয়ে আমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন তাই আমি বাদী হয়নি। আর ঝামেলার জন্য সোহেল রানাকে বাদী হতে নিষেধ করেছি। যেহেতু আমরা তিন জনই ভুক্তভোগী তাই আমাদের পক্ষে আসাদুজ্জামান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আমরা তিন জনই দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ী। তিনি আরো বলেন সজিবের বাড়ি শৈলকূপা উপজেলায়। তিনি ছাত্রলীগ সভাপতি হয়েও আমাদের পরিচয় দেওয়ার পরেও তার বিন্দু পরিমাণ সহানুভূতি পায়নি।

এঘটনায় আমাদের সাথে তার হিংস্র আচরণের প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রলীগ নেতার কাছে এমন আচরণ আশা করা যায় না। এছাড়া সজিবের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ, ঠিকাদারদের জিম্মি করে জোর করে সিডিউল দরপত্র কেনা বেচা, ঠিকাদারী, শালিস বাণিজ্যসহ দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে অশোভন আচরণ তার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এসব ঘটনার একাধিক ভিডিও অডিও ফাসঁ হওয়ার ফলে তা এখন টক অফদা টাউনে পরিনত হয়েছে। সাধারণ ছাত্র ও দলের নেতা কর্মীরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্র নেতারা জানান ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই (এমপি)’র মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সজিব এধরণের কাজ কাম হর হামেসায় করতে থাকে। এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত চলছে। অভিযোগ প্রমানিত হলে সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরাধ করে পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

চাঁদাবাজির অভিযোগের ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন জানান, আমি চাদাঁবাজির ব্যাপারে কিছুই জানিনা,

আপনাদের মাধ্যমে শুনছি থানায় অভিযোগ হয়েছে, কেন অভিযোগ করা হয়েছে তাও আমি জানিনা, পুলিশ জানালে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্ঠা করবো।

মেহেরপুরে সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল মান্নানের গনসংযোগ

স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে,বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরনের পথে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ আগামীর পথে বিস্ব মানচিত্রে অভিভূত সাফল্য তুলে ধরতে সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান গণসংযোগ করেন।

আজ মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর,কোলা,দফরপুর, চাঁদবীল ও ময়ামারীতে গণসংযোগ করেন তিনি।

সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে গনসংযোগকালে খালেদুজ্জামান খাঁন ডালিম,হুমায়ূন কবির বাবু, সাজেদুর রহমান সাজু, মির্জা গালিব উজ্জ্বল,মিরাজুল ইসলাম, সেলিম রেজা,শেরেফুল ইসলাম,রকিবুল ইসলাম বাবু, নয়ন আহামেদ, মিঠু, রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন রাজু,আব্বাস উদ্দিন,শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল,ইকবাল হোসেন,আসাব উদ্দিন,মতিয়ার, বকুল আহামেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের?

আবারও দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের। যার শুরুটা হলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়ার মধ্য

দিয়ে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির রীতিমত তোপ দাগলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি জানালেন খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর। যদিও বিএনপি-জামায়াতের দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এটেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরসহ ৫ নেতা। খালেদার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া শেষে সেখান থেকে বের হন দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। এ সময় উপন্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের আমির আব্দুর রহমান মুসা, সহকারী সেক্রেটারি ডা.ফখরুদ্দিন মানিক, প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

এদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছেন বলে জানায় মেডিকেল বোর্ড। সোমবার বোর্ডের সদস্যরা আরও জানান, দেশের চিকিৎসা দিয়ে আর বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

সংবাদ সম্মেলনের পরের দিনেই পুরোনো বন্ধু জামায়াত হাসপাতালে সাক্ষাতে যাওয়া নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে রাজনীতির অঙ্গনে বেশ কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন চলছে। যদিও এ বিষয়ে বিএনপি কিংবা জামায়াতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ফলে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যকার সম্পর্ক আসলেই ছিন্ন হয়ছে নাকি কৌশল সে বিষয়টি সামনে চলে আসছে। যেহেতু সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনো দলই এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি তাই সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি নিয়ে এখনই বলার মতো সময় আসেনি।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে দ্রুত দেশের বাইরে পাঠানোর দাবিও করেন তিনি। বিএনপির সাথে জামায়াতের ঘনিষ্টতা আরও বেড়েছে কি না এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি দলটির আমির। যদিও গত জুনে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সমাবেশে বলেছিলেন ‘বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের জোট এখন আর কার্যকর নেই, কিন্তু আমরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে আছি।’দীর্ঘদিন পরে তারা রাজনৈতিক সহযোদ্ধার খোঁজে নিতে গেছে জামায়াত নেতারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, উনি শুনেছেন। এছাড়া এবিষয়ে কোন তথ্য তার কাছে নেই।

জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক সবসময়েই ছিলো উল্লেখ করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘ওরা কৌশলগতকারণে সম্পর্কহীনতার কথা বলে। তারা ভোটের আগে শক্তি দেখাতে এবং জনমানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দৃশ্যমানতা তৈরি করতে চাইবে। তবে এই দেশের জনগণ আর তাদের গ্রহণ করবে না।’

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি নেতা আবদুল্লাহর মতবিনিময়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক ভিপি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

বিএনপি’র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে চলমান এক দফা আন্দোলন বাস্তবায়ন ও আগামী দিনে গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন তিনি।

মেহেরপুর লা-ভোগ রেস্টুরেন্টে গতকাল সোমবার দুপুরে আয়োজিত এই মতবিনিময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মুরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন ও সাবেক সহসভাপতি আব্দুস সালাম।

এসময় জেলায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নেতৃত্বে দেশে উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর সভাপতিত্বে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের মানব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক এ এম এস ইমন, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগ যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন প্রমুখ।

এর আগে আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে একটি বিশাল মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা যোগ দেয়।

শান্তি সমাবেশে ইয়ারুল ইসলাম বলেন, কাধে কাধ মিলিয়ে সকলকে ঔক্যবদ্ধ ভাবে সকল বিএনপি জামায়াতের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে।

গোলাম রসুল বলেন, কয়দিন আগে আমাদের বলা হয়েছে আমরা নাকি নৌকায় ভোট দিইনি, আমাদের নাকি মেরুদণ্ড ভাঙা।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, গত ইউনিয়ন নির্বাচনে চারটি ইউনিয়নকেই

ষড়যন্ত্র করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রকারীদের যদি আবার মনোনয়ন দেয়া হয় তাহলে ওই নৌকায় আমি চড়বো না। তাই আগামী নির্বাচনে আমি পরিবর্তন চাই। যদি নিবেদিত কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয় তাহলে আমার জীবন দিয়ে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনবো।

মিয়াজান আলী বলেন, আমি যখন জেলা পরিষদে ভোট করি, শেথ হাসিনা নমিনেশন দেয় তখন যারা নিজেদের আওয়ামী লীগ বলে দাবী করেন ওই ফরহাদ হোসেন, খালেক, বাবলু বিশ্বাস, আমাম হোসেন মিলু জেলা পরিষদে আমার বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াতের হত্যা ষড়যন্ত্র অগ্নিসন্ত্রাস- নৈরাজ্যের প্রতিবাদে ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের
নেতৃত্ব চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়। র্যালিটি চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে শহীদ হাসান চত্বরে পৌঁছালে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। তলা বিহীন ঝুঁড়ি থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপ নিয়েছে আজকের বাংলাদেশ। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে

আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ব্যাপক ভাবে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে দেশ।দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।বাস্তহারা মানুষকে বসতিতে পূর্ণবাসন করেছে।দেশের যেকোনো স্তরের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।

কিন্তু বিএনপি জামায়াত সরকার আবারো এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চাই। তারা ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।বিএনপি জামায়াত ক্ষমতায় থেকে হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটতরাজ করে হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিদেশে পাচার করেছে। ছাত্র সমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করেছিলেন। দেশের অশান্তির সৃষ্টি করেছিলেন এই বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের গাড়িতে এই স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা উড়েছিল। এরা যখনই আবার ক্ষমতায় আসবে তখনই বাংলাদেশের মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ হবে, জঙ্গি হামলার শিকার হবে। বাংলাদেশের মানুষ বিপথগামী হবে। অতএব তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া যাবেনা।

যারা বিএনপি জামায়াত দলকে সমর্থন করে তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। যে দলের নেতৃত্বে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে সে দলকে বর্তমান নেতৃত্ব দিচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নাই। স্মার্ট বাংলাদেশ ও শেখা হাসিনার স্বপ্ন পূরণ এবং বিনির্মাণে যুবলীগ কাজ করে যাবে। বিএনপি-জামায়াত যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন শেখ হাসিনার পাশে থেকে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙা জবাব দিবে যুবলীগ। আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয়ী করে বঙ্গবন্ধুকন্যা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করেই ঘরে ফিরবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ।

হাফিজুর রহমান হাপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আরও বক্তব্য প্রদান করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,জেলা যুবলীগ সদস্য আজাদ আলী, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, দিপু বিশ্বাস।

আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সাধারণ সম্পাদক শেখ মিঠু,সহ-সভাপতি জুয়েল, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ,জাকির, আরও উপস্থিত ছিলেন, তানভীর রেজা টুটুল, রনি,শাওন রেজা কবীর, হাসান, সজল, লিপটন, রকি, সান, টিপু, সুমন, রাসেল, তিব্বত, ফিরোজ, তারিক, সজীব, করিম, হাসিব, রাজন, বক্কর, রমজান, সবুজ, রাকিব, গিয়াস, আমান, রুবেল, ফাহাদ, রাশিদুল, নয়ন, দিপু, রনি, জনি, মিন্টু, শফিক, বক্কর, রাসেল, শাকিব, বিপুল, পিয়াস, বাচ্চু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, মিলন, টিলু, শাহীন, তানজির।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এ পর্যটন মটেল হল রুমে এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বর্ধিত সভায় প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এ্যাড: ইব্রাহিম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বর্ধিত সভায় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাবুল মল্লিক,রকিবউদ্দীন,সিবাস্তিন মল্লিক, আফরোজা রোজ, মাবিয়া খাতুন এবং মরিয়ম খাতুন সহ ৯টি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা কর্মী ও সমর্থক বৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল ছিল ঝিনাইদহ।

গত ১৫ বছরের মধ্যে আজ সোমবার (৯ অক্টোবর) ছিল ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সবচে বড় শোডাউন। এক দফার দাবী আদায়ে হাজারো বিএনপি নেতাকর্মী জেলার ৬ উপজেলা থেকে সমবেত হয় ঝিনাইদহ শহরে। নেতাকর্মীদের গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ। শহরের অলিগলি দিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সামিল হয় মুল মিছিলে। সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, আরাপপুর, চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড, মডার্ণমোড়, আদর্শপাড়া, হামদহ ও উজির আলী স্কুল এলাকাসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রেসক্লাব থেকে উজির আলী স্কুল মাঠ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হাটের রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে শহরের হাটের রাস্তায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, বিএনপি নেতা মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মাহবুবুর রহমান শেখর, আলমগীর হোসেন, শাহজাহান আলী, জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান, মুশফিকুর রহমান মানিক, শ্রমিক দল নেতা আবু বকর, টোকন জোয়ারদার, রুহুল আমিন পিকুল ও রেজাউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিতে হবে। নইলে পরবর্তী পরিস্থির জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। তিনি বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা তলে তলে ঠিক থাকার কথা বললেও এই সরকারের তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করেছে। যে কোন সময় বঙ্গপোসাগরে ডুবে যাবে।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়াকে ‘গণতন্ত্রের মা’ ও দেশনেত্রী আখ্যায়িত করে তার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবি সহ অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবি আদায়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কলেজ মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে যেয়ে শেষ হয়।

এর আগে কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপির নেতা কর্মীরা। মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ

অরুন, জেলা বিএনপির সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা বিএনপি সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জাবেদ মাসুদ মিল্টন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

এ সময় মাসুদ অরুন বলেন,’শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে।

অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। সরকার পতনের আন্দোলন এই মেহেরপুর থেকেই শুরু হবে। ‘

পরিবারতন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসছে আওয়ামী লীগ

উত্তরাধিকার সূত্রে বা পারিবারিক পরিচয়ে রাজনীতির চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এ উপমহাদেশে। বাবার সূত্রে কিংবা দাদার সূত্রে রাজনীতিতে এসে অনেকে পূর্বসূরিকে ছাড়িয়ে গেছেন। রাজনীতিতে হয়েছেন বটবৃক্ষ। আবার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও উত্তরাধিকার সূত্রে পদ-পদবি পেয়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে। যারা এভাবে রাজনীতিতে এসেছেন, তারা কার্যত বনসাই হয়ে আছেন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে উত্তরাধিকার রাজনীতি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধী।

দেশের সবচেয়ে পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সব দলেই উত্তরাধিকারের চর্চা রয়েছে। পারিবারিক সূত্রে এমপি হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান একাদশ সংসদে এ সংখ্যা ৯৮। স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ জাগায় যে, আগামী দ্বাদশ সংসদে এ সংখ্যা কত হবে? যদিও বর্তমান সংসদের ৩৪টি উপনির্বাচনে উত্তরাধিকার সূত্রে এমপি হয়েছেন মাত্র চারজন।

বাকি ৩০ জনকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাবেক ছাত্র নেতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে পথেই হাটছে বলে উপনির্বাচনের মনোনয়নগুলো সে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ সংসদীয় আসনের উপ-নির্বাচনে অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের উপ-নির্বাচনে গোলাম ফারুক পিংকুকে মনোনয়ন দিয়েছে ।

রাজধানীর গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

বিজ্ঞাপন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু। এছাড়াও তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব এবং স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের (স্বাশিপ) সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে মোহাম্মদ গোলাম ফারুক পিংকু জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি।

একাদশ জাতীয় সংসদের শূন্যঘোষিত এ দুটি আসনে উপ-নির্বাচন আগামী ৫ নভেম্বর। তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ১১ অক্টোবর এবং যাচাই-বাছাই ১২ অক্টোবর।

গত ১ অক্টোবর সংসদ সচিবালয় এ দুই আসন শূন্য ঘোষণা করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত এমপি উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞা এবং লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত এমপি এ কে এম শাহজাহান কামাল রাজধানীর একটি হাসপাতালে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভোররাতে মৃত্যুবরণ করেন। এতে আসন দুটি শূন্য হয়। ব্রাক্ষণবাড়িয়া ২ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়র চেয়েছিলেন উকিল আব্দুস সাত্তারের ছেলে ।

এদিকে, সংসদের ৩০০ আসনে উত্তরসূরি হিসেবে বা পারিবারিক পরিচয়ে মনোনয়ন পাওয়ার পাশাপাশি সংরক্ষিত ৫০ আসনেও এই চর্চা আছে। বরং হিসাব করলে বেশিই দেখা যায়।

সব মিলিয়ে একাদশ সংসদেই উত্তরসূরি বা পারিবারিক পরিচয়ে এমপি

রয়েছেন শতাধিক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় দলের প্রভাব ধরে রাখতে নেতার পরিবারের সদস্যদের রাজনীতিতে আনা হয়। আবার অনেক সময় যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে না ওঠায় এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তবে উত্তরাধিকার চর্চার প্রভাব নিয়ে সতর্ক করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এমন চর্চার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। সংসদে দেখা যায়, অনেকে বক্তব্য দিতে পারেন না। সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিও বোঝেন না। আবার জনসমাবেশে অরাজনৈতিক আচরণ করেন, যা সরকার বা দলকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। হঠাৎ করে রাজনীতির মাঠে এসে বেসামাল হয়ে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক সস্প্রতি এক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘উত্তরাধিকারের রাজনীতি গণতন্ত্র ও আধুনিক রাজনীতির বিরোধী। দলের জন্য ও রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর।’ তিনি বলেন, ‘গত ১৫-২০ বছরে এ ধারার রাজনীতির চর্চা বেশি হচ্ছে বলেই দুর্বল হয়েছে রাজনীতি।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার বলেন, ‘রাজনৈতিক ত্যাগ-তিতিক্ষা বা যোগ্যতা থাকলে এটা গ্রহণ করা যায়। উত্তরাধিকার সূত্রে সংসদে এত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা অবশ্যই দুশ্চিন্তার। আমি মনে করি, এ সংখ্যা নিয়ে প্রত্যেক দলেরই চিন্তার ব্যাপার আছে। কারণ দাদা, বাবার যোগ্যতায় এসব পদ পেয়ে থাকলে গণতন্ত্র কতটা মজবুত করবে, সেটাও ভাবতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রজাতন্ত্রে উত্তরাধিকারের সুযোগ নেই। আবার এটাকে ধর্মগ্রন্থের বাণী মনে করলেও চলবে না। কারও যদি যোগ্যতা থেকে থাকে, তাহলে বাবা-দাদা থাকলে আসতে পারবেন না সেটাও তো হতে পারে না।’

আওয়ামী লীগের যারা: এমপি ও মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় থেকে নির্বাচিত। তার বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম ১৯৭০, ’৭৩, ’৭৯ ও ’৮৬ সালের এমপি। দিনাজপুর থেকে নির্বাচিত খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর বাবা প্রয়াত আবদুর রউফ চৌধুরী। তিনি ১৯৯৬ সালের এমপি ও দলের নেতা ছিলেন। ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। খালিদ মাহমুদ চৌধুরীও বর্তমানে

প্রতিমন্ত্রী। তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে উঠে আসা। এ ছাড়া তিনবার দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

দিনাজপুরের আরেকটি আসন থেকে নির্বাচিত ইকবালুর রহিমের বাবা প্রয়াত আবদুর রহিম। তিনি সত্তরের এমপি ছিলেন। তবে ইকবালুর রহিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দিনাজপুরের আরেকটি আসনের এমপি শিবলী সাদিক। তার বাবা মোস্তাফিজুর রহমান ফিজুও এমপি ছিলেন।

রংপুর-২ আসনের আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরীর চাচা আনিসুল হক চৌধুরী এমপি ছিলেন। গাইবান্ধা-২ আসনের মাহাবুব আরা গিনি পারিবারিক বিবেচনায় এমপি হয়েছেন। বগুড়া-১ আসনের সাহাদারা মান্নান প্রয়াত এমপি আবদুল মান্নানের স্ত্রী। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল ১৯৭৩ সালের এমপি প্রয়াত মইন উদ্দীন আহমদের ছেলে। নওগাঁ-৫ আসনের নিজাম উদ্দিন জলিলের (জন) বাবা প্রয়াত আবদুল জলিল ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী। সিরাজগঞ্জ-১ আসনের তানভীর শাকিল জয় প্রয়াত মন্ত্রী ও নেতা মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে। তার দাদা জাতীয় চার নেতার অন্যতম মনসুর আলী। সিরাজগঞ্জ-২ আসনের ডা. হাবিবে মিল্লাত সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের মেয়ের জামাই। সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের তানভীর ইমাম প্রয়াত নেতা এইচ টি ইমামের ছেলে। সিরাজগঞ্জ-৬ আসনের মেরিনা জাহান দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রয়াত মযহারুল ইসলামের মেয়ে। তার ভাই চয়ন ইসলামও এমপি ছিলেন। পাবনা-২ আসনের আহমেদ ফিরোজ কবির প্রয়াত আহমেদ তফিজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি ১৯৭৩ ও ’৯৬ সালের এমপি ছিলেন। মেহেরপুর-১ আসনের ফরহাদ হোসেনের বাবা প্রয়াত মোহাম্মদ সহিউদ্দিন ছিলেন ১৯৭০, ’৭৩ ও ’৮৬ সালের এমপি। কুষ্টিয়া-৪ আসনের এমপি সেলিম আলতাফ জর্জের দাদা গোলাম কিবরিয়া ছিলেন এমপি। ঝিনাইদহ-২ আসনের তাহজীব আলম সিদ্দিকীর বাবা প্রয়াত নুরে আলম সিদ্দিকী ছিলেন দলের নেতা। ঝিনাইদহ-৩ আসনের এমপি শফিকুল আজম খান। তার বাবা প্রয়াত শামসুল হুদা জাতীয় পার্টির এমপি ছিলেন। যশোর-৫ আসনের স্বপন ভট্টাচার্যের ভাই পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য দলের নেতা। অবশ্য রাজনীতিতে স্বপনেরও অবদান রয়েছে। রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর বাবা প্রয়াত রফিকুল্লাহ চৌধুরী ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন। মাগুরা-১ আসনের এমপি সাইফুজ্জামান শিখর। তার বাবা মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান তিনবারের এমপি ছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ হেলালের ছেলে শেখ ফারহান

নাসের তন্ময় বাগেরহাট-২ আসনের এমপি। বাগেরহাট-৩ আসনের হাবিবুন নাহার খুলনার মেয়র তালুকদার আবদুল খালেকের স্ত্রী। খুলনা-২ আসনের শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল শেখ নাসেরের ছেলে। খুলনা-৩ আসনের মন্নুজান সুফিয়ানের স্বামী আবু সুফিয়ান এ আসনের এমপি ছিলেন। তিনি নিজেও অবশ্য রাজনীতি করেছেন। ভোলা-২ আসনের আলী আজম মুকুল দলের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা। ভোলা-৪ আসনের আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের বাবা প্রয়াত এমএম নজরুল ইসলাম ১৯৭৯ ও ’৯১ সালের এমপি। টাঙ্গাইল-৬ আসনের আহসানুল ইসলাম সাবেক এমপি হাজি মকবুল আহমেদের ছেলে। টাঙ্গাইলের আরেক আসনের এমপি খান আহমেদ শুভ দলের জেলা সভাপতি ফজলুর রহমান ফারুকের ছেলে। ফারুক ১৯৭৩ সালে এমপি ছিলেন। ময়মনসিংহ-১ আসনের জুয়েল আরেং সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের ছেলে। ময়মনসিংহ-২ আসনের শরীফ আহমেদের বাবা শামসুল হক চারবারের এমপি। ময়মনসিংহ-১০ আসনের ফাহমী গোলন্দাজ বাবেলের বাবা প্রয়াত এমপি আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ। নেত্রকোনার এমপি সাজ্জাদ হাসানের বাবা প্রয়াত আখলাকুল হোসাইন আহমেদ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিশোরগঞ্জ-১ আসনের সৈয়দা জাকিয়া নূর চার জাতীয় নেতার অন্যতম সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে ও দলের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বোন। কিশোরগঞ্জের আরেক এমপি রেজওয়ান আহম্মেদ তৌফিক সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের ছেলে। অন্য এমপি নাজমুল হাসান পাপনের বাবা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুুর রহমান। তার মা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আইভি রহমান। মানিকগঞ্জের নাঈমুর রহমান দুর্জয়ের বাবা প্রয়াত সায়েদুর রহমান এমপি ছিলেন। ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত নসরুল হামিদের বাবা হামিদুর রহমান দলের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মা হাসনা হামিদও রাজনীতি করতেন। গাজীপুরের জাহিদ আহসান রাসেল প্রয়াত নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টারের ছেলে। সিমিন হোসেন রিমি প্রয়াত জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদের মেয়ে। মেহের আফরোজ চুমকির বাবা প্রয়াত ময়েজউদ্দিন ১৯৭০ ও ’৭৩ সালের এমপি। কাজী কেরামত আলীর বাবা কাজী হেদায়েত হোসেন গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। মুজিবুর রহমান চৌধুরীর (নিক্সন) বাবা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধু পরিবারের আত্মীয়। তার আরেক ছেলে নূর-ই-আলম চৌধুরীও এমপি। ফরিদপুর-৩ আসনের ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আত্মীয় পরিচয়ে এমপি হন। ফরিদপুরের আরেকটি আসনের এমপি শাহদাব আকবরের মা প্রয়াত এমপি দলের নেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। নাহিম রাজ্জাকের বাবা প্রয়াত নেতা ও এমপি আবদুর রাজ্জাক। জয়া সেনগুপ্তা প্রয়াত এমপি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্ত্রী। এ কে আবদুল মোমেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ভাই। গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজের (মিলাদ গাজী) বাবা প্রয়াত এমপি

দেওয়ান ফরিদ গাজী। মাহবুব আলীর বাবা আছাদ আলী প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। আনিসুল হকের বাবা প্রয়াত সিরাজুল হক ১৯৭০ সালের এমপি ও সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা। রাজী মোহাম্মদ ফখরুলের বাবা এএফএম ফখরুল ইসলাম মুন্সী ছিলেন জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের এমপি। দীপু মনির বাবা প্রয়াত এমএ ওয়াদুদ ছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আয়েশা ফেরদাউসের স্বামী প্রয়াত এমপি মোহাম্মদ আলী। মাহফুজুর রহমানের বাবা মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৯১ ও ’৯৬ সালের এমপি ছিলেন। এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর বাবা প্রয়াত ফজলুল কবির চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন। মহিবুল হাসান চৌধুরীর বাবা চট্টগ্রামের প্রয়াত মেয়র মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বাবা প্রয়াত এমপি আখতারুজ্জামান চৌধুরী। সাইমুম সরওয়ার কমলের বাবা প্রয়াত ওসমান সরওয়ার চৌধুরী ছিলেন ১৯৭৩ সালের এমপি। শাহিনা আক্তার চৌধুরীর স্বামী সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদি। শিরীন আহমেদের স্বামী প্রয়াত বজলুর রহমান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। নাহিদ ইজাহার খানের বাবা খন্দকার নাজমুল হুদা পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর নিহত সেনা কর্মকর্তা। খাদিজাতুল আনোয়ারের বাবা প্রয়াত এমপি রফিকুল আনোয়ার। ওয়াসিকা আয়শা খানের বাবা প্রয়াত আতাউর রহমান খান কায়সার দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। কানিজ ফাতেমা আহমেদের স্বামী মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী আওয়ামী লীগ নেতা। আঞ্জুম সুলতানা সীমার বাবা কুমিল্লার প্রয়াত নেতা আফজল খান। উম্মে ফাতেমা নাজমা বেগমের (শিউলী আজাদ) স্বামী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল আজাদ। রুমানা আলীর বাবা প্রয়াত এমপি রহমত আলী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের এমপি বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম। তার মামা খালেদ মোশাররফ। পারিবারিক পরিচয়ে এমপি হলেও সংগ্রাম এমপি হওয়ার আগে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুলতানা নাদিরার স্বামী প্রয়াত নেতা গোলাম সবুর টুলু। হাবিবা রহমান খান শেফালীর বাবা প্রয়াত ফজলুর রহমান খান তিনবারের এমপি ছিলেন। জাকিয়া পারভীন খানমের বাবা সাবেক এমপি মোস্তাফিজুর রহমান খান চুন্নু মিয়া। তার স্বামী আওয়ামী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন। অপরাজিতা হকের বাবা প্রয়াত খন্দকার আসাদুজ্জামান ছিলেন তিনবারের এমপি। তামান্না নুসরাত বুবলীর স্বামী প্রয়াত লোকমান হোসেন ছিলেন নরসিংদীর মেয়র। জাকিয়া তাবাসসুমের বাবা প্রয়াত আজিজুর রহমান দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ফরিদা খানম নারী মুক্তিযোদ্ধা। তার স্বামী নোয়াখালী জেলা মুজিব বাহিনী প্রধান মাহমুদুর রহমান বেলায়েত। রাজবাড়ীর সালমা চৌধুরীর বাবা প্রয়াত

আবদুল ওয়াজেদ চৌধুরী ছিলেন এমপি। সৈয়দা রাশিদা বেগমের স্বামী কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি প্রয়াত সৈয়দ নিজাম উদ্দিন লাইট। ফেরদৌসী ইসলাম জেসীর বাবা প্রয়াত ভাষাসৈনিক ও সংসদ সদস্য আ আ ম মেসবাহুল হক বাচ্চু। পারভীন হক সিকদারের বাবা প্রয়াত ব্যবসায়ী জয়নুল হক সিকদার। জামালপুরের আবুল কালাম আজাদ শেখ ফজলুল করিম সেলিমের ভায়রা। এ ছাড়া শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ হেলাল উদ্দীন, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ও শামীম ওসমানের পারিবারিক পরিচয় থাকলেও তারা এখন প্রত্যেকে রাজনীতিতে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় পার্টি: বিরোধী দলনেতা রওশন এরশাদ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী। তাদের ছেলে সাদ এরশাদও এমপি। আহসান আদেলুর রহমান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এরশাদ ও দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের ভাগ্নে। জিএম কাদেরের স্ত্রী শেরিফা কাদেরও এমপি। নীলফামারী-৪ আসনে আদেলুর রহমান আদেল, তার বাবা ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি ছিলেন। নাসরীন জাহান রত্না দলের কো-চেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদারের স্ত্রী। আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানের ভাই নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের এমপি সেলিম ওসমান।

অন্যান্য: ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের স্ত্রী লুৎফুন নেসা খান সংরক্ষিত নারীর আসনে এমপি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু নিজে ও তার স্ত্রী বেগম আফরোজা হকও এমপি। মাহী বি চৌধুরীর বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সেলিনা ইসলামের স্বামী পদচ্যুত এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল।